ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২২

প্রকাশকাল: ৮ জুলাই ২০২২

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের চলমান হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২২ সালের এপ্রিল-জুন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

সূচিপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২২ .... ১
ভূমিকা ২
মানবাধিকার সংগ্রাম এবং *অধিকার* এর ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ৩
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন ৫
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ৫
বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, মামলা দায়ের, গ্রেফতার ও নির্যাতন ৮
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ১৩
আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ১৪
নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ১৫
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১৫
গুম ১৫
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও হেফাজতে মৃত্যু ১৮
নির্যাতন ও নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ ১৮
মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার ২১
কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২১
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২২
সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ২৩
নির্বাচন কমিশন ও ইভিএম পদ্ধতি ২৩
নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন ২৪
দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ২৭
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ২৮
উপাত্ত সুরক্ষা (খসড়া) আইন, ২০২২ .... ২৮
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ .... ২৯
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ৩০
ভাষাগত সংখ্যালঘু উর্দুভাষীদের ওপর নিপীড়ন ৩১
নারীর প্রতি সহিংসতা ৩১
ধর্ষণ ৩১
উত্যক্তকরণ/যৌন হয়রানি ৩২
যৌতুক সহিংসতা ৩৩
এসিড সহিংসতা ৩৩
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩৩
রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ৩৪
সুপারিশসমূহ: ৩৬

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২২

জানুয়ারী - জুন ২০২২*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	০	০	০	২	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু	২	১	২	২	০	০	৭
	গুলিতে নিহত	৪	০	০	১	০	০	৫
	মোট	**৬**	**১**	**২**	**৫**	**০**	**০**	**১৪**
গুম		০	০	৩	৫	০	০	৮
কারাগারে মৃত্যু		৩	১৪	৯	৬	৬	৭	৪৫
মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ডাদেশ	১৯	৩০	৪২	১৮	৩৬	৩৫	১৮০
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	০	০	২	০	০	০	২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	০	০	০	৪
	বাংলাদেশী আহত	৬	২	২	১	১	০	১২
	মোট	**৭**	**৩**	**৪**	**১**	**১**	**০**	**১৬**
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	১	০	১	২
	আহত	১৭	২৫	৪	১১	১৮	১	৭৬
	লাঞ্ছিত	৭	১	১	২	৩	১	১৫
	আক্রমন	০	০	০	২	২	১	৫
	গ্রেফতার	১	২	০	০	০	২	৫
	হুমকির সম্মুখীন	০	১	৫	১	৪	২	১৩
	মোট	**২৫**	**২৯**	**১০**	**১৭**	**২৭**	**৮**	**১১৬**
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৫	৩	৫	০	৫	৪	২২
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার	প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য, সরকার বিরোধী সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/ কমেন্ট করার কারণে	৭	৪	৬	৪	৬	৯	৩৬
	ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি করার কারণে	০	০	০	০	০	৪	৪
	মোট	**৭**	**৪**	**৬**	**৪**	**৬**	**১৩**	**৪০**

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

ভূমিকা

অধিকার এমন এক সময়ে এপ্রিল-জুন এই তিন মাসের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করছে যখন *অধিকার* এর ওপর নতুন মাত্রায় সরকারী নিপীড়ন শুরু হয়েছে। এই সময়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক *অধিকার*এর নিবন্ধন নবায়ন করতে অস্বীকার করা এবং সংগঠনের ওপর গোয়েন্দা নজরদারী ও সরকারপন্থী মিডিয়ার মাধ্যমে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ছড়ানো অব্যাহত থেকেছে। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* তার মানবাধিকার কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। *অধিকার* এর এই প্রতিবেদনে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসহ পদ্ধতিগতভাবে বাক স্বাধীনতা হরণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস, বিচার ব্যবস্থার রাজনীতিকরণের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে সংকুচিতকরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার বিতর্কিত নির্বাচনের[১] মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংবিধান লংঘন এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সনদগুলো পালন না করে তার দমনমূলক নীতি অব্যাহত রেখেছে। এই সময়ে নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও মতপ্রকাশ, সভা-সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা হরণসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে।

১ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য প্রার্থী ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন),
নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অরেকটি প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা ছিল নজিরবিহীন।

মানবাধিকার সংগ্রাম এবং *অধিকার* এর ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

১. ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে *অধিকার* তৃণমূল পর্যায়ের মানবাধিকারকর্মী, ভিকটিম এবং ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়, দায়মুক্তি বন্ধে এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে বতর্মান সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বিনাবিচারে আটক, স্বাধীন মতপ্রকাশে বাধা ও হেফাজতে নির্যাতনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। আর এর বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং আপোষহীন ভূমিকার জন্য *অধিকার* সরকারের বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ২০১৪ এবং ২০১৮ এর জাতীয় নির্বাচনের আগে সরকার *অধিকার এর* ওপর বিভিন্ন চাপ তৈরি করে। *অধিকার* এর ওপর নিপীড়ন ২০১৪ সালের বিতর্কিত ১০ম জাতীয় নির্বাচনের পূর্ববর্তী বছর থেকে শুরু হয়। ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক নাসির উদ্দিন এলান এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ মামলা দায়ের করে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়[২], যা ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। এই সময় থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্দেশে *অধিকার* এর সমস্ত ব্যাংক একাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়, যা এখনও বন্ধ রয়েছে। ২০১৮ সালের বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক ১১তম জাতীয় নির্বাচনের আগেও সরকার তার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে *অধিকার* এর নির্বাচন পর্যবেক্ষণের নিবন্ধন বাতিল করে এবং কয়েকটি সরকারপন্থী সংবাদ মাধ্যম দিয়ে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে। সরকার *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, দুর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন এবং সরকার সমর্থকদের মালিকানাধীন সংবাদ মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে *অধিকার* এর ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন আরো জোরদার হয়েছে। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন ৮ বছর ঝুলিয়ে রেখে তা নবায়ন করতে গত ৫ জুন ২০২২ এ অস্বীকৃতি জানায়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত ২৮ জুন *অধিকার* প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আপিল জমা দেয়। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মতোই বর্তমানে সরকারী মদদপুষ্ট কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করছে।

২. ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের র‍্যাব ও র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাতজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর থেকে সরকার *অধিকার* এর ওপর গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি করে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি ও হয়রানির শিকার হন।

---

২ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করে দিয়ে মামলাটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে সচল করার ব্যাপারে আদেশ দেয়। পরবর্তীতে মামলাটি বাতিল করার আবেদন নাকচ করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে এই মামলার প্রথম শুনানি হয়। এই দিন *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে হাজির হলে তাঁদের আইনজীবী আপিল বিভাগে রিভিউ এর দরখাস্ত দাখিল করার কথা আদালতকে অবহিত করেন এবং রিভিউ শুনানি শেষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আদালতের কাছে আরজি জানান (রিভিউ পিটিশন নাম্বার ৮/২০২১ তাং ৪/৪/২০২১)। কিন্তু আদালত এই আরজি মঞ্জুর না করে ৫ অক্টোবর মামলা নং-১/২০১৩ এ সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করে। এরপর যথারিতি আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখে এবং ৯ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এরপর ১৫ ডিসেম্বর সরকারি সাক্ষি না আসায় ২০ জানুয়ারি ২০২২ সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারী সরকারি সাক্ষি না আসায় ২৮ মার্চ পরবর্তি তারিখ ছিল। এই তারিখেও সাক্ষি না আসায় পরবর্তী তারিখ ৮ মে ধার্য করা হয় । ৮ মে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী তারিখ ৯ জুন ধার্য করে । সাক্ষি মারা যাওয়ায় ৯ জুন সাক্ষ্য গ্রহন হয়নি এবং আদালত পরবর্তী তারিখ ১৩ জুলাই ধার্য করে।

৩. *অধিকার* এর প্রতি সরকারের এই নিপীড়নমূলক মনোভাব এর প্রতিবাদ জানিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ২টি ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং ৬ জন স্পোশাল র‌্যাপোর্টিয়ার[৩] গত ২১ ফেব্রুয়ারি যৌথভাবে এক জয়েন্ট আর্জেন্ট আপিল[৪] বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠান, যাতে স্পষ্ট করে *অধিকার এর* বিরুদ্ধে সরকারের নিপীড়ন ও প্রতিশোধমূলক আচরণ সর্ম্পকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই আর্জেন্ট আপিলে বলা হয় মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রতিনিধি এবং প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করায় সরকারের হুমকি ও প্রতিশোধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে *অধিকার*। ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ইউনির্ভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে সম্পৃক্ত থাকা এবং জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটিকে সহযোগিতা করার কারণে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রবিরোধী এবং 'সরকারবিরোধী' কার্যকলাপের কথিত অভিযোগ আনা হয়েছে।

৪. এই আর্জেন্ট আপিলের উত্তরে সরকার বাংলাদেশের, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে *অধিকারকে* তার অসামঞ্জস্যপূর্ণ পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটি পরিচিত সংগঠন বলে দাবি করে। এছাড়াও *অধিকার* এর শীর্ষ সদস্যদের মধ্যে একজনকে এর আগে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করেছিল। এই পক্ষপাতিত্বের কারণে নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে *অধিকার*কে জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থার (ইউএন হিউম্যান রাইটস মেকানিজম) জন্য অযোগ্যতা প্রদান করা উচিত বলে উল্লেখ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে জয়েন্ট আর্জেন্ট আপিলের উদ্বৃতি দিয়ে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিশোধের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, অধিকার এর ওপর ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিশোধমূলক কোনো ঘটনা ঘটলে, অপর্যাপ্ত তথ্য সম্বলিত অভিযোগ উত্থাপন না করে তাদের বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ চাওয়া উচিত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া আর্জেন্ট আপিল দাখিলকারী জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের কী কারণে এমন মনে হয়েছে যে, জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থায় সহযোগিতা করার জন্য *অধিকার* এর কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রবিরোধী এবং সরকারবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৫. যৌথ আর্জেন্ট আপিলের ব্যাপারে সরকারের ব্যাখা *অধিকার* এর নজরে এসেছে। সরকার *অধিকার*কে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পক্ষপাতিত্বের জন্য পরিচিত সংগঠন বলে যে দাবি করেছে, তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভিকটিমদের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। উল্লেখ্য, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে নিযুক্ত আইনজীবীরা রাষ্ট্রের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন, কোনো সরকারের নয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি অক্টোবর ২০০১ - মে ২০০৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন এবং এই কারণে তিনি *অধিকার* এর নির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। অ্যাটর্নি জেনারেলের পদটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি সাংবিধানিক পদ। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রিয় এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিকরণের অংশ

---

৩ গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ,স্বেচ্ছাচারী আটকের ওপর ওয়ার্কিং গ্রুপ,বিচারবহির্ভূত,সংক্ষিপ্ত বা নির্বিচার হত্যাবিষয়ক স্পেশাল র‌্যাপোর্টিয়ার,মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রসার ও সুরক্ষাবিষয়ক সেপশাল র‌্যাপোর্টিয়ার,শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমিতির অধিকারসংক্রান্ত স্পেশাল র‌্যাপোর্টিয়ার, মানবাধিকার রক্ষাকারীবিষয়ক স্পোশাল র‌্যাপোর্টিয়ার, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর,অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তিবিষয়ক স্পেশাল র‌্যাপোর্টিয়ার এবং সত্য, ন্যায়বিচার,ক্ষতিপূরণ ও পুনরাবিত্তিবিষয়ক স্পোশাল র‌্যাপোর্টিয়ার।

৪ UN BDG 2/2022

হিসেবে এই পদটিকেও রাজনৈতিক পদে পরিণত করেছে। *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দেয়ার বিষয়ে সরকার যে বক্তব্য দিয়েছে সে সম্পর্কে *অধিকার* এর বক্তব্য হলো সতর্কতার সঙ্গে যাচাই-বাছাই করেই *অধিকার* তথ্য সংগ্রহ করে; যা শুধু দেশে নয়, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর কাছেও গ্রহণযোগ্য। প্রতিকার চাওয়ার জন্য অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ চাওয়া উচিত বলে সরকার যে ভাষ্য জাতিসংঘের যৌথ আপিলকারীদের কাছে হাজির করেছে তা কতটা অবাস্তব তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে ঢাকায় হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে যে হতাহতের ঘটনা ঘটে, তার তথ্যানুসন্ধান করে *অধিকার*। *অধিকার* এর কাছে এই ঘটনায় নিহতের তালিকা চেয়ে পাঠায় সরকার। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থাকায় ভিকটিমদের পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে এই তালিকা সরবরাহ করা সম্ভব নয় বলে *অধিকার* সরকারকে জানায়। এছাড়া *অধিকার* সরকারকে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়ে উক্ত তদন্ত কমিশনের কাছে নিহতদের তালিকা হস্তান্তর করবে বলে জানায়। কিন্তু সরকার কোনো তদন্ত কমিশন গঠন না করে ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তাঁর বাসা থেকে তুলে নেয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করে।

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা এবং বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন

৬. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে ক্ষমতায় থাকার কারণে দেশে জবাবদিহিতাহীন এবং দায়মুক্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। সারা দেশে বিরোধীদলকে দমন করার জন্য সরকারের ছত্রছায়ায় থাকা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ সহিংস সংগঠনে পরিণত হয়েছে। বিরোধীদল দমনে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করছে। ফলে, বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের এই সকল সহিংসতায় সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছেন।[৫]

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৭. এপ্রিল-জুন মাসে সরকারিদলের দুর্বৃত্তরা দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে[৬] বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ, মিছিল,[৭] ইফতার মহফিল,[৮] খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি[৯] এবং বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি-

৫ প্রথম আলো, ১ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/ছাত্রদলকে-পিটিয়ে-আলীগের-প্রশংসা-পেল-ছাত্রলীগ
৬ যুগান্তর, ২৮ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/555645/
৭ প্রথম আলো, ২৬ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/পটুয়াখালীতে-ছাত্রলীগ-যুবলীগের-হামলায়-বিএনপির-কর্মসূচি-পণ্ড
৮ নয়াদিগন্ত, ১৩ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/khulna/656956/
৯ প্রথম আলো, ২ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নোয়াখালীতে-জিয়ার-মৃত্যুবার্ষিকীতে-খাবার-বিতরণে-যুবলীগ-ছাত্রলীগের-বাধা-সাংবাদিক-লাঞ্ছিত

ঘরে[১০] হামলা করেছে। এই সব ঘটনায় বহু বিরোধীদলের নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ যৌথভাবে এই সব হামলা পরিচালনা করেছে।[১১] বেতনের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ আইনজীবীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের গুরুতর আহত করে এবং গাড়ী ভাঙচুর করে।[১২] মিছিল সমাবেশে বাধা ও হামলার পাশাপাশি শুধুমাত্র পথসভার প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই পুলিশ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে।[১৩]

খুলনায় সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গিয়ে বিএনপির কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে মঞ্চ ও চেয়ার ভাংচুর করেন। ছবি: প্রথম আলো, ২৬ মে ২০২২

৮. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ এর দেয়া এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে গত ২২ মে টিএসসি এলাকায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এর প্রতিবাদ ও সাইফ মাহমুদ এর বক্তব্যের ব্যাখা দিতে গত ২৪ মে টিএসসিতে ছাত্রদল এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই দিন সকালে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সেখানে যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে তাঁদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এরপর ২৬ মে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

১০ যুগান্তর ২২ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/553854/

১১ প্রথম আলো, ২৬ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/খুলনায়-সংঘর্ষের-পর-বিএনপি-কার্যালয়ে-ছাত্রলীগের-হামলা-পুলিশের-লাঠিপেটা

১২ মানবজমিন ২৬ মে ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=4652, সর্বোচ্চ আদালত চত্বরেও হামলা, প্রথম আলো ২৭ মে ২০২২

১৩ প্রথম আলো ১৮ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/পঞ্চগড়ে-মিছিল-করতে-এসে-ছাত্রদলের-পাঁচ-নেতা-কর্মী-আটক

যেতে চাইলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর আবারও হামলা চালায় এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে ঢুকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মারধর করে।[১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলনে যাওয়ার পথে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবি: প্রথম আলো, ১ জুন ২০২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলনে যাওয়ার পথে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবি: প্রথম আলো, ১ জুন ২০২২

৯. গত ৩০ মে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পিরোজপুর ও বরিশালের গৌরনদীতে বিএনপি আয়োজিত কর্মসূচীতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়।[১৫]

১৪ প্রথম আলো ২৯ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/হামলার-নেতৃত্বে-বাইরের-নেতারা

ছাত্রলীগের হামলায় আহত (বাঁ থেকে) মনির হোসেন, জামাল শরীফ ও মাহাতাব সরদার। ছবি: প্রথম আলো ৩১ মে ২০২২

১০. গত ১ জুন সিলেটের কানাইঘাটে গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত মিছিল থেকে সরকার বিরোধী শ্লোগান দেয়ায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মিছিলে হামলা চালায়। এরপর পুলিশ গণঅধিকার পরিষদের ১৭ জন নেতা-কর্মীকে থানায় নিয়ে যায় এবং মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেয়।[১৬]

১১. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে বহু মানুষের হতাহত হওয়ার প্রতিবাদে গত ৬ জুন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো ঢাকার শাহবাগ থেকে একটি মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালালে ৮ জন আহত হন।[১৭]

১২. গত ৬ জুন ঢাকার মিরপুরে জুকি, লোডস্টার, সারশ, ভিশন, পলকা ও এমবিএম গর্মেন্টসহ বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ আন্দোলনকারী শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন। শ্রমিকরা জানান, প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে এই বছর বেতন বৃদ্ধির কথা বলা থাকলেও তা বাড়ানো হয়নি। বরং বেতন বৃদ্ধির দাবি করলে শ্রমিকদের নানা অজুহাতে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।[১৮]

বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, মামলা দায়ের, গ্রেফতার ও নির্যাতন

১৩. সরকার বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এবং গ্রেফতার করে নির্যাতন চালিয়েছে।[১৯] এই সময় পুলিশের গুলিতে পঙ্গুত্ববরণকারী ছাত্রদলের এক নেতাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ প্রথমে তা অস্বীকার করেছে এবং পরবর্তীতে তাঁকেসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করে তাঁদের আটক দেখানো হয়েছে। এছাড়া আরেকজন ছাত্রদল নেতাকে

---

১৫ প্রথম আলো ৩১ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ছাত্রলীগের-হামলায়-বিএনপির-৬-নেতাকর্মী-আহত

১৬ যুগান্তর, ৩ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/557920/

১৭ নয়াদিগন্ত, ৬ জুন ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/668543/

১৮ নয়াদিগন্ত, ৬ জুন ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/668459/

১৯মানবজমিন, ২৮ মে ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=4966

উঠিয়ে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে রেখে পরেরদিন রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন ও পুলিশ কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। এই সমস্ত হামলার ঘটনায় বিএনপি ও ছাত্রদলের শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হন।[২০] গত ২৪ মে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাহবাগ থানায় ৩০০/৪০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করে। পুলিশ এই মামলায় দুজন ছাত্রদল কর্মীকে গ্রেফতার করে।[২১] বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি গত ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে সংঘর্ষের ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদসহ ১৭ জন এবং অজ্ঞাতনামা ৫০ থেকে ৬০ জনের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় অলাদাভাবে মামলা দায়ের করেন।[২২] থানায় মামলা করা সম্ভব না হওয়ায় গত ২৪ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের হামলায় আহত ছাত্রদল নেত্রী মানসুরা আলম গত ২৯ মে ছাত্রলীগের ৩২ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।[২৩]

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা। ছবি: প্রথম আলো ২৪ মে ২০২২

হামলায় আহত ছাত্রদল নেতা আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। ছবি: প্রথম আলো ২৪ মে ২০২২

২০ খুলনায় বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা, ঢাকায় মামলা নেই, প্রথম আলো, ২৮ মে ২০২২

২১ প্রথম আলো, ২৬ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/লাঠিসোঁটা-নিয়ে-ছাত্রলীগের-অবস্থান-প্রশাসনের-মামলা

২২ মানবজমিন, ২৮ মে ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=4966

২৩ নয়াদিগন্ত, ৩০ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/666642/

১৪. সরকার ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের দমন করতে অসংখ্য 'গায়েবী মামলা'[২৪] দায়ের করে। এই মামলাগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা এবং বানোয়াট বলে অভিযোগ রয়েছে।[২৫] বিরোধী নেতা-কর্মীরা ঘরোয়া সভা করার জন্য কোন জায়গায় সমবেত হলে তথাকথিত নাশকতার পরিকল্পনা করার অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।[২৬] এছাড়াও নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ প্রয়োগ করা হয়েছে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।[২৭] এই মামলাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পুলিশ বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে, যাতে পরবর্তীতে যে কাউকে এই মামলার ফাঁদে ফেলে গ্রেফতার করা যায়। এই সব মামলার অভিযুক্তরা অনেকেই ঘটনার সময় প্রবাসে অবস্থান করলে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকলে কিংবা মারা গেলেও পুলিশ তাঁদেরকে আসামি করেছে। ২০২২ সালের এপ্রিল-জুন মাসে পুলিশ আন্দোলন সংগ্রাম দমন করার জন্য গায়েবী মামলা দায়ের করেছে এবং পরবর্তীতে এই মামলাগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ[২৮] এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করেছে।[২৯]

১৫. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে প্রচারপত্র বিলি করার সময় গত ৫ এপ্রিল বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে ২০২১ সালের গাড়ি পোড়ানো একটি মামলায় মতিঝিল থানা পুলিশ গ্রেফতার করে।[৩০]

১৬. ২০১৮ সালে নাশকতার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় ২০২২ সালের ১০ এপ্রিল চাঁদপুর জেলা বিএনপি'র সভাপতি শেখ ফরিদ আহম্মেদকে জামিন মঞ্জুর না করে কারাগারে পাঠান চাঁদপুর জেলা ও দায়রা জজ।[৩১]

১৭. গত ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে কয়েকদিন ব্যাপি ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় দোকান মালিক ও কর্মচারীদের সঙ্গে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষে নাহিদ হোসেন ও মোহাম্মদ মুরসালিন নামে দুই জন নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঢাকা কলেজের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা জড়িত বলে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছেন বলে সংবাদপত্র সূত্রে জানা গেছে।[৩২] অথচ পুলিশ বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এই মামলার ৪ নম্বর অভিযুক্ত ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি টিপু গত সাত বছর ধরে জাপান প্রবাসী এবং ২৩ নম্বর অভিযুক্ত মিন্টু দুই বছর আগেই মারা গেছেন।[৩৩]

---

২৪ https://www.dw.com/bn/গায়েবি-মিথ্যা-ও-অজ্ঞাত-পরিচয়-মামলা-যা-জানা-জরুরি/a-৪৮১২৮৬৭১

২৫ https://www.bbc.com/bengali/news-৪৫৮৬৭০৭৮

২৬ প্রথম আলো, ৪ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নাশকতার-পরিকল্পনার-অভিযোগে-জামায়াত-শিবিরের-১৫-নেতা-কর্মী-গ্রেপ্তার

২৭ প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/কুমিল্লায়-বিশেষ-ক্ষমতা-আইনের-মামলায়-বিএনপির-১৫-নেতা-কারাগারে

২৮ নয়াদিগন্ত, ৬ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/city/655772/

২৯ নয়াদিগন্ত, ৮ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/politics/655841/

৩০ প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/বিএনপি-নেতা-ইশরাক-গ্রেপ্তার

৩১ প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নাশকতার-মামলায়-চাঁদপুর-জেলা-বিএনপির-সভাপতি-কারাগারে

৩২ যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/545024/

৩৩ প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/বিএনপির-১৪-নেতাকর্মীকে-ছয়-সপ্তাহের-মধ্যে-আত্মসমর্পণের-নির্দেশ

বাঁ থেকে: ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ কর্মী কাইয়ুম। সংঘর্ষ চলাকালে এক দোকান কর্মচারীকে পেটাচ্ছে হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা, কুরিয়ারকর্মী নাহিদকে কোপাচ্ছে ওই বাহিনীর সদস্যরা ও দেশীয় অস্ত্র হাতে একজন। ছবি: প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২২ ও যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২২

১৮. খুলনায় বিএনপির সমাবেশে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের হামলার ঘটনায় উল্টো বিএনপির ৯২ জন নেতা-কর্মীসহ ৮০০ অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গত ২৬ মে পুলিশ মামলা দায়ের করে।[৩৪]

১৯. গত ১৯ মে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বাসায় ফেরার পথে গুলশান থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আশরাফুল ইসলাম জসিমকে কাকরাইল মোড় থেকে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গত ২১ মে ঢাকার ডিওএইচএস এলাকায় চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় জসিমকে পাওয়া যায়।[৩৫]

২০. ২০ মে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণকে সাদা পোশাকের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ধানমন্ডি এলাকা থেকে গাড়িতে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাঁর সঙ্গে থাকা ময়মনসিংহ মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আজিজুর রহমান আজিজ ও কক্সবাজার জেলা ছাত্রদলের সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আবদুর রহমানকে মারধর করে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।[৩৬]

২১. গত ৭ জুন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে গেলে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ও গণঅধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খানের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। এই ঘটনায় জোনায়েদ সাকি ও রাশেদ খানসহ ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[৩৭]

---

৩৪ ডেইলি স্টার, ২৭ মে ২০২২; https://bangla.thedailystar.net/সংবাদ/বাংলাদেশ/রাজনীতি/খুলনায়-বিএনপির-৮০০-নেতাকর্মীর-বিরুদ্ধে-পুলিশের-মামলা-গ্রেপ্তার-৩৭-৩৫২৬৮৬

৩৫ যুগান্তর, ২১ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/politics/bnp/553410/

৩৬ যুগান্তর, ২১ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/politics/bnp/553410/

৩৭ প্রথম আলো, ৮ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/চট্টগ্রামে-জোনায়েদ-সাকির-ওপর-হামলা

সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডে আহতদের দেখতে যেয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি। ছবি: যুগান্তর, ৮ জুন ২০২২

২২.২০২১ সালে পুলিশের গুলিতে পঙ্গুত্ববরণকারী[৩৮] চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সাইফ গত ২৮ জুন একটি রাজনৈতিক মামলায় চট্টগ্রাম আদালতে হাজির হয়ে ফেরার পথে পুলিশ তাঁকেসহ ৫জন বিএনপি কর্মীকে আটক করে নিয়ে যায়। ওই দিন রাতে সাইফের পরিবারের সদস্যরা থানায় যোগাযোগ করলে পুলিশ সাইফসহ অন্যান্যদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। গত ২৯ জুন পাঁচলাইশ থানা পুলিশ সাইফসহ ৫ জনের আটকের বিষয়টি স্বীকার করে দাবী করে যে, সাইফ তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে ধারালো অস্ত্রসহ নাশকতা করতে জড়ো হয়। পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে। এই বিষয়ে সাইফের ভাই সুজন বলেন, পুলিশ তাঁর ভাইকে পঙ্গু করার পর থেকে তিনি ক্রাচ নিয়েও ভালোমতো চলাফেরা করতে পারেন না। ডাক্তারের কাছে নিতে হলেও তাঁকে কোলে করে গাড়িতে উঠাতে হয়। সেখানে নাশকতা করার উদ্দেশ্যে লোকজন নিয়ে ঘোরাফেরা করার ঘটনা সাজানো।[৩৯]

৩৮ ২০২১ সালের ১৬ জুন দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম বায়েজিদ থানা পুলিশ চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সাইফকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর পুলিশ সাইফকে আরেফিন নগর এলাকায় নিয়ে তাঁর বাম পায়ে গুলি করে মারাত্মক আহত করলে তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়। সাইফ আড়াইমাস পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা নেন এবং চিকিৎসকরা তাঁর বাম পা কেটে ফেলতে বাধ্য হন। এরপর পুলিশ পঙ্গু হাসপাতাল থেকে তাঁকে একটি মামলায় আটক দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করে। ৯ মাস জেল খেটে সাইফ কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন। নিউ এজ, ১৭ জুন ২০২১; http://www.newagebd.net/article/141037/former-ctg-jcd-leader-shot-in-leg-after-being-picked-up-by-police

৩৯ মানবজমিন ২৯ জুন ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=9650

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সাইফ। ছবি: মানবজমিন ২৯ জুন ২০২২

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

২৩. বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছে। দায়মুক্তির কারণে সরকারি চাকরি করেও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন এমন ব্যক্তি দলীয় পদে আসীন হয়েছেন।[৪০] আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন[৪১], বিদেশে টাকা পাচার[৪২], প্রকাশ্যে নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা[৪৩], বিরোধীদলের নেতার ওপর হামলা[৪৪], খাস[৪৫] ও সরকারি[৪৬] জমি দখল[৪৭], হাসপাতাল দখল[৪৮], নারী ধর্ষণ[৪৯], বস্তিবাসীদের ওপর নিপীড়ন[৫০], শিক্ষককে মারধর[৫১], সেনাবাহিনীর গাড়িতে হামলা[৫২], ব্যবসায়ীদের ওপর হামলা[৫৩], ভিজিএফের চাল আত্মসাৎ[৫৪], দরিদ্রদের ঘর আত্মসাৎ[৫৫], ইজারা জালিয়াতি[৫৬], মাদক ব্যবসা[৫৭], চাঁদাবাজি[৫৮], ছিনতাই[৫৯], মসজিদের জমি আত্মসাৎসহ[৬০] বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

---

৪০ মানবজমিন, ২২ মে ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=3916
৪১ যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/542026/
৪২ যুগান্তর ৩ এপ্রিল, ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/537290/
৪৩ যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/540158/
৪৪ যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/542168
৪৫ যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/537066/
৪৬ প্রথম আলো, ১১ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/সরকারি-দলের-নেতাদের-দখলে-সরকারি-জমি-2
৪৭ নয়াদিগন্ত, ১৪ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/657241/
৪৮ প্রথম আলো, ৩ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/558302/
৪৯ নয়াদিগন্ত, ৩ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/rajshahi/654729/
৫০ প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/উত্তরার-সুলতান-তিনি
৫১ যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/536586/
৫২ নয়াদিগন্ত, ১ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/654365/
৫৩ প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/চার-অস্ত্রধারী-শনাক্ততাঁরা-ছাত্রলীগের
৫৪ যুগান্তর, ২১ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/553053/
৫৫ গরীবের ঘর, ধনীর হারভেস্টার সবই তাঁর, প্রথম আলো, ২৪ মে ২০২২

২৪. এই সময়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মারধর[৬১], কলেজ শিক্ষার্থীকে নিপীড়ন[৬২], জোর করে ছাত্রাবাস থেকে বের করে দেওয়া[৬৩], শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিট বাণিজ্য ও দখলসহ[৬৪] বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৫. বরগুনা-২ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শওকত হাচানুর রহমান রিমনের বিরুদ্ধে জমি দখল, সাধারণ মানুষ ও সরকারি কর্মচারীদের ওপর হামলা এবং সালিশ না মেনে আদালতে মামলা করতে যাওয়ার কারণে আদালত থেকে তুলে এনে মারধরের অভিযোগ রয়েছে।[৬৫]

২৬. গত ৯ এপ্রিল কক্সবাজার সদর উপজেলার ব্যবসায়িক বিরোধের জেরে মোরশেদ আলী নামে এক ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে রাস্তায় কুপিয়ে হত্যা করে। নিহতের স্বজনদের দাবি মোর্শেদকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে হত্যার আগে থানা পুলিশের সঙ্গে হত্যাকারীদের অর্থের বিনিময়ে চুক্তি হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬৬]

২৭. গত ১৯ মে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ সরকারি মাহতাব উদ্দিন কলেজে এসে আওয়ামী লীগ দলীয় স্থানীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসাইনকে শিবির কর্মী হিসাবে অভিহিত করে তাঁকে মারধর করেন এবং অন্য শিক্ষকদের হুমকি দেন।[৬৭]

আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ

২৮. গত তিন মাসে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এলাকায় অধিপত্য বিস্তার ও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এই সময় তাদের দেশীয় অস্ত্র এবং প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[৬৮] এই সব ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়েছেন।

২৯. গত ২ মে কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে কাশেম আলী (৫০), লাল্টু মণ্ডল (৩০), রহিম মালিথা (৫০) ও মতিয়ার মণ্ডল (৪০) নামে চার ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।[৬৯]

৩০. গত ৫ মে ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে সিরাজুল ইসলাম (২৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[৭০]

---

৫৬ যুগান্তর, ৭ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/548253/
৫৭ নয়াদিগন্ত, ১২ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/662722/
৫৮ নয়াদিগন্ত, ১২ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/656900/
৫৯ যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/536667/
৬০ যুগান্তর, ১৬ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/541906/
৬১ মানবজমিন, ৩ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=322375&cat=1
৬২ মানবজমিন, ২৮ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=953
৬৩ ঢাকা ট্রিবিউন ১২ এপ্রিল ২০২২; https://www.dhakatribune.com/nation/2022/04/12/ru-chhatra-league-leader-kicks-student-out-of-hall
৬৪ প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/রাবির-হলে-ছাত্রলীগের-সিটবাণিজ্য-ও-দখলের-প্রতিবাদে-মানববন্ধন
৬৫ প্রথম আলো, ৮ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/সাংসদ-হাচানুরের-কাজকর্মে-লজ্জিত-এলাকার-মানুষ
৬৬ যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/540158/
৬৭ যুগান্তর, ২০ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/552814/
৬৮ মানবজমিন, ১৯ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=324558
৬৯ প্রথম আলো, ২ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/
৭০ মানবজমিন, ৫ মে ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=1538

নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

৩১. নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বরাবরের মতো অব্যাহত আছে। কার্যকর বিচার ব্যবস্থার অভাবে অপরাধীরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩২. দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অব্যাহত আছে। ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগে র‍্যাব এবং এর ৭ জন সাবেক ও বর্তমান উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত 'ক্রসফায়ার', 'বন্দুকযুদ্ধ', 'শুটআউট' সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। তবে নির্যাতন করে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা অব্যাহত ছিল। এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে পুনরায় 'ক্রসফায়ার' এবং 'বন্দুকযুদ্ধের' ঘটনা ঘটেছে।

৩৩. **২০২২ সালের এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ০৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ০৩ জন পুলিশ, ০২ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ০২ জন র‍্যাবের 'বন্দুকযুদ্ধ/এনকাউন্টার/ক্রসফায়ার' এ, ০২ জন পুলিশের নির্যাতনে ও ০১ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

৩৪. কুমিল্লার বুড়িচংয়ের সাংবাদিক মহিউদ্দিন সরকার নাঈম হত্যা মামলার প্রধান আসামী মোহাম্মদ রাজু গত ১৬ এপ্রিল সদর উপজেলার গোলাবাড়ি এলাকায় র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন।[৭১]

৩৫. গত ২০ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরের চারিগ্রাম ইউনিয়নের আলমমারা এলাকায় জয়পুরহাট জেলার অধিবাসী কথিত অপরাধী কাইছার আলী মণ্ডল র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন।[৭২]

গুম

৩৬. রাজনৈতিক আন্দোলন দমন ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠ রোধ করতে সরকার গুমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং গুম অব্যাহত রেখে দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যাঁরা গুমের শিকার হয়েছেন তাঁরা অধিকাংশই বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। এই তিন মাসেও গুমের ঘটনা অব্যাহত ছিল।

৩৭. জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্স (ডব্লিউজিইআইডি) এর ১২৬ তম অধিবেশন শেষে গত ২৩ মে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে সংঘঠিত ৭৬টি গুমের ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার যে জবাব দিয়েছে তার মধ্যে ৬৬টি ঘটনার তথ্যই অপর্যাপ্ত। ওয়ার্কিং গ্রুপ মনে করে গুমের ঘটনায় বাংলাদেশ সরকারকে যখন নিন্দার মুখে পড়তে হয়েছে; তখন সংশ্লিষ্টদের অবশ্যই উচিত ছিল আরও যত্নের সঙ্গে প্রতিবেদনটি তৈরি করা। কিন্তু গুম সংক্রান্ত বিষয়ে এ ধরনের আচরণ যেন সরকারের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ আছে গত এক

---

৭১ মানবজমিন, ১৭ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=324247

৭২ প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/কাইছার-মইরা-গ্যাছে-আর-পুলিশকে-হয়রানি-হতে-হবে-না

দশকের বেশি সময় ধরে শত শত মানুষকে গুম করা হয়েছে। প্রতিবারই সরকার এই সব ঘটনা অস্বীকার করেছে।[৭৩]

ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরের সামনে একটি সমাবেশে 'গুম' হওয়া ব্যক্তিদের সন্তানরা। ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের সংগঠন মায়ের ডাক এই সমাবেশের আয়োজন করে। ছবি: ডেইলি স্টার, ৩০ মে ২০২২

৩৮. ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা গুমের ঘটনা তদন্ত করতে বাংলাদেশে আসতে চাইলে বাংলাদেশ সরকার তাতে সাড়া দেয়নি। সরকার ৭৬ জনের মধ্যে আটজন ফিরে এসেছে বলে ডব্লিউজিইআইডিকে তথ্য দিয়েছে। জাতিসংঘের গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের ২ অনুচ্ছেদে[৭৪] বর্ণিত গুমের সজ্ঞা অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসা ব্যক্তিরাও গুমের শিকার। তাঁদেরকে দীর্ঘদিন আইনবহির্ভূতভাবে গোপন স্থানে আটক রাখা হলেও সরকার ডব্লিউজিইআইডিকে বোঝাতে চেয়েছে এরা গুমের শিকার হননি। ফিরে আসা ব্যক্তিদের বেশিরভাগই পুনরায় নিপীড়নের শিকার হওয়ার ভয়ে মুখ খুলছেন না।[৭৫]

৩৯. গত ২৩ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ[৭৬] পালন করে। গত ২৩ মে এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ), মায়ের ডাক এবং *অধিকার* সপ্তাহটি উপলক্ষে গুমের

---

৭৩ ডেইলি স্টার, ৩০ মে ২০২২; https://bangla.thedailystar.net/অভিমত/সম্পাদকীয়/গুম-সংক্রান্ত-সরকারি-প্রতিবেদনে-গুরুত্বপূর্ণ-তথ্য-আড়াল-করা-হচ্ছে-353701

৭৪ জাতিসংঘের গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ -২ এ বলা আছে , এই সনদের উদ্দেশ্যের নিরিখে 'গুম করা' বলতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে বোঝাবে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার করা অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে।

৭৫ যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/520273/

৭৬ প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে। গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন ফর রিলেটিভস অফ দি ডিটেইন্ড ডিসএ্যাপিয়ার্ড (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে চলমান প্রচারণাকে আরো বেগবান করা।

শিকার পরিবারগুলোর প্রতি সংহতি জানিয়ে [যৌথ বিবৃতি]() প্রকাশ করে। গত ২৮ মে 'মায়ের ডাক' ও 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় র‍্যালি-সমাবেশ, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই সময় গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান।

মায়ের ডাক ও অধিকার এর সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বরনে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে। ছবি: অধিকার

৪০. **২০২২ সালের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে ০৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গুম হয়ে যাওয়া ০৫ জনকেই পরবর্তীতে ফেরত পাওয়া গেছে।**

৪১. গত ২৩ মার্চ নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লা অঞ্চলে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে একদল লোক সেলিম মোল্লা (৫১) নামে এক ব্যবসায়ীকে তাঁর বাসা থেকে একটি কালো মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু ডিবি পুলিশ সেলিম মোল্লাকে আটক করার বিষয়টি অস্বীকার করে। গত ২৬ মার্চ সেলিম মোল্লার স্ত্রী রোমা হক ফতুল্লা মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করেন।[৭৭]

---

৭৭ প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২২, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ডিবি-পুলিশ-পরিচয়ে-ব্যবসায়ীকে-২৫-দিন-আগে-তুলে-নেওয়ার-অভিযোগ

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও হেফাজতে মৃত্যু

৪২. এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সঙ্গে অমানববিক আচরণ[৭৮], চাঁদাবাজি[৭৯], মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[৮০], ঘুষ গ্রহণ[৮১], জামিনে থাকা অভিযুক্তকে থানায় আটকে রেখে টাকা আদায়[৮২], ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে টাকা আদায়[৮৩], নির্যাতন করে হত্যা[৮৪] সহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমনে এবং জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হতে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করেছে। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অনেক সদস্যই মানবাধিকার লংঘন এবং আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

নির্যাতন ও নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ

৪৩. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় দায়মুক্তির কারণে নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। নির্যাতন বা মর্যাদাহানিকর আচরণের শিকার ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কারণে হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে।

৪৪. ২০১৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে সোনার দোকানের কর্মচারি রাজীব করকে কোতোয়ালী থানার এসআই মিজানুর রহমান, এসআই জলিল এবং এএসআই ফরিদ ভূঁইয়া তাঁর বাসা থেকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ সদস্যরা রাজিব করকে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে পেটায়, বুট দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করে এবং প্লাস দিয়ে নখ তুলে ফেলে। সবশেষে রাজিবকে উলঙ্গ করে তাঁর পুরুষাঙ্গে বৈদ্যুতের শক দেয়। রাজিব করকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ সদস্যরা তাঁর স্ত্রী ও মায়ের ২৮ ভরি সোনা এবং নগদ ৪১ হাজার ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন রাজিব করের পরিবারের সদস্যরা দুই লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে তাঁকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনে। এই ঘটনায় রাজিব ঐ তিন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে মামলা দায়ের করলে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)কে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেয়। মামলা দায়েরের কারণে রাজিব করকে পুলিশ সদস্যরা হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৮৫]

---

৭৮ নয়াদিগন্ত, ১১ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/mymensingh/662441/

৭৯ যুগান্তর, ৭ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/538974/

৮০ প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/গাজীপুরে-দুই-যুবককে-মামলার-ভয়-দেখিয়ে-টাকা-নিল-পুলিশ

৮১ যুগান্তর, ১৭ মার্চ ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/531532/

৮২ যুগান্তর, ৮ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/548764/

৮৩ নয়াদিগন্ত, ২৩ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/665094/

৮৪ প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/লালমনিরহাটে-আটকের-পর-পুলিশের-নির্যাতনে-যুবকের-মৃত্যুর-অভিযোগ

৮৫ প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/পুলিশের-বিরুদ্ধে-মামলা-পালিয়ে-বেড়াচ্ছেন-বাদী

রাজীব করের হাতে ব্যান্ডেজ ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন। ছবি: প্রথম আলো, ১২ জুন ২০২২

৪৫. গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নদীতে পড়ে যাওয়া মোহাম্মদ মামুন নামে এক তরুনের লাশ গত ৫ এপ্রিল উদ্ধার করা হয়। মামুনের বড় ভাই মাসুম মিয়া জানান, গত ৩ এপ্রিল বিকেলে মামুন ইফতার কিনে বাড়ি ফিরছিল। এই সময় শ্রীপুর থানার এএসআই শাকিল আহমেদের নেতৃত্বে চার জন পুলিশ মামুনকে গ্রেফতার করে এবং মারধর করতে থাকে। পুলিশের মারধর থেকে বাঁচতে মামুন এক পর্যায়ে বানার নদীতে ঝাঁপ দেয়। এরপর থেকে মামুনকে নিখোঁজ ছিল।[৮৬]

৪৬. লালমনিরহাট সদর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে রবিউল ইসলাম নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিউলের ছোট ভাই সোহাগ জানান, মেয়ের জন্য খেলনা কিনতে রবিউল মেলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এসআই হালিমুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ তাঁকে জুয়া খেলার অভিযোগে আটক করে মারধর করলে গত ১৪ এপ্রিল লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসী লালমনিরহাট- পাটগ্রাম-বুড়িমারা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে দোষী পুলিশের বিচার দাবি করে।[৮৭]

৪৭. মাগুড়া জেলার শ্রীপুর উপজেলায় মোটরসাইকেল চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গত ২১ মে নাসির উদ্দিন নামে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে শ্রীপুর থানায় নিয়ে তিন রাত আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। ভুক্তভোগী নাসির জানান, থানায় নেয়ার পর পুলিশ হাতকড়া পড়িয়ে জানালার সঙ্গে ঝুলিয়ে তাঁকে পেটায়। এরপর পুলিশ রাতে তাঁর চোখ বেঁধে বিলের মাঠে নিয়ে পিস্তল ঠেকিয়ে চুরির কথা স্বীকার না করলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এরপর গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরাও নাসিরকে নির্যাতন করে। গত ২৪ মে পুলিশ নাসিরকে আদালতে হাজির করে।[৮৮]

---

৮৬ প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নদে-মিলল-পুলিশের-ধাওয়ায়-ঝাঁপ-দেওয়া-তরুণের-লাশ

৮৭ প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/লালমনিরহাটে-আটকের-পর-পুলিশের-নির্যাতনে-যুবকের-মৃত্যুর-অভিযোগ

৮৮ প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/চোর-সন্দেহে-কিশোরকে-তিন-রাত-থানায়-আটকে-রেখে-নির্যাতনের-অভিযোগ

৪৮. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সংহতি জানাবার জন্য ২৬ জুন[৮৯] জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্‌এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ), মায়ের ডাক, *অধিকার* এবং ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার (ওএমসিটি) নির্যাতিত ব্যক্তিদের স্মরণে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। মায়ের ডাক ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা এইদিন (২৬ জুন) দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় জনসাধারণ, ভিকটিম ও ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যাঁরা অত্যাচার নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণসহ সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধন করে।

মায়ের ডাক ও অধিকার এর সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা নির্যাতিতদের স্বরনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালন করে। ছবি: অধিকার

৮৯ ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অন্যান্য মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নীতিগত অবস্থান বা কনভেনশন গ্রহণ করে, যা আন্তর্জাতিক আইনে একটি বিধিবদ্ধ আইনি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । এই নীতিগত অবস্থান ১৯৮৭ সালের ২৬ জুন কার্যকরী হয় এবং একই সঙ্গে সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর ২৬ জুন তারিখটিকে নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার

৪৯. বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল থাকায় প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হচ্ছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের বেশিরভাগই দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ।[৯০] সারাদেশে বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে অমানবিকভাবে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন বহু অভিযুক্ত। এঁদের মধ্যে অনেককেই যখন উচ্চ আদালত থেকে খালাস দেয়া হয় তখন বহু বছর পেরিয়ে যায়। দীর্ঘদিন কারাভোগের কারণে তাঁদের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে, ভুল বিচারের কারণে কেউ ভুক্তভোগী হলে যথাযথ ফোরামে ক্ষতিপূরণ বা যথাযথ পুনর্বাসনের আদেশ চাইতে পারেন।[৯১]

৫০. বহু বছর কনডেম্ড সেলে (নির্জন প্রকোষ্ঠে) রাখার ফলে এবং যেকোন সময়ে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আশঙ্কায় আটক ব্যক্তিরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। বিচার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের কনডেমড সেলে রাখা অযৌক্তিক এবং মানবাধিকারের লংঘন। গত ৫ এপ্রিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে কনডেমড সেলে রাখা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ মুজিবর রহমান মিয়া ও বিচারপতি আহমেদ সোহেল এর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বেঞ্চ। ২০২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে কনডেমড সেলে রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে কনডেমড সেলে থাকা সাতকানিয়ার জিল্লুর রহমান, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে কনডেমড সেলে থাকা সুনামগঞ্জের আব্দুল বশির ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে কনডেম সেলে থাকা খাগড়াছড়ির শাহআলম। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এইসব অভিযুক্তের আপিল হাইকোর্ট বিভাগে বিচারধীন আছে। অভিযুক্তদের আইনজীবী জানিয়েছেন, জেল কোডের ৯৮০ বিধি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সেখানে বলা আছে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের পৃথকভাবে কনডেমড সেলে রাখা হবে।[৯২]

৫১. গত ৭ জুন গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গোলাম মোস্তফা কনডেমড সেলের বাথরুমের ভেতরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[৯৩]

৫২. **চলতি বছরের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে নিম্ন আদালত কর্তৃক ৮৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।**

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫৩. দেশের কারাগারগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ফলে বন্দিদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত আছে। কারাগারের দুর্নীতির কারণে ৬৮টি কারাগারের ১০ হাজার কারারক্ষীকে একযোগে বদলি করা হবে বলে গত ৭ মার্চ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। কিন্তু কারারক্ষীদের অভিযোগ দুর্নীতিগ্রস্ত জেল সুপার-জেলারদের রক্ষা করার জন্য কারারক্ষীদের একযোগে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে ৬৮টি কারাগারের প্রায় সব জেল সুপার-জেলারসহ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কারাবন্দিদের নিয়ে অনিয়ম

---

৯০ নিউ এজ, ৩০ মার্চ ২০২২; https://www.newagebd.net/article/166706/

৯১ প্রথম আলো, ৩০ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ভুল-বিচারে-ভুক্তভোগী-ব্যক্তি-ক্ষতিপূরণ-চাইতে-পারবেন

৯২ নয়াদিগন্ত, ৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/law-and-justice/655182/

৯৩ মানবজমিন, ৮ জুন ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=6587

ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত করে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতাও পেয়েছে কারা অধিদপ্তরের গঠিত তদন্ত কমিটি।[৯৪]

৫৪. চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারাকর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অপ্রতুলতা ও ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। দরিদ্র বন্দিরা অসুস্থ হলেও সহজে কারা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন না। কারণ কারা হাসপাতাল সব সময়ই ধনী বন্দি এবং প্রভাবশালীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তাঁদের অনেকেই অসুস্থ না হয়েও টাকার বিনিময়ে কারা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেখানে অবস্থান করেন।[৯৫]

৫৫. গত ২১ মে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে শাহানাজ বেগম (৫৯) নামে এক হাজতি মারা গেছেন। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শাহানাজ অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।[৯৬]

৫৬. **এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ১৯ ব্যক্তি 'অসুস্থতাজনিত' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।**

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৫৭. দেশে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা অব্যাহতভাবে চলছে । গত ৬ মে এক সভায় নোয়াখালী-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এইচ এম ইব্রাহিম তাঁর এলাকাবাসীকে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন,"আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, এই দুষ্কৃতিকারীদের গণপিটুনী দিয়ে মেরে ফেললে কিছু হবে না। আপনারা যদি পারেন, গণপিটুনী দিয়ে মেরে ফেলেন।"[৯৭] এমন ধরনের জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে জীবনের অধিকার এবং ন্যায়বিচার কখনোই নিশ্চিত করা যাবে না।

৫৮. এমনিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এর ওপর ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্যের গণপিটুনী দিয়ে হত্যার জন্য দায়মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যাকে আরো উৎসাহিত করছে। বর্তমান সরকার জোর করে ক্ষমতায় থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে ফেলেছে। ফলে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার মতো সংকট বিরাজ করছে। এর সবচেয়ে বিপদজনক দিকটি হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদেরকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করার জন্য সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করার সম্ভবনা।

৫৯. গত ২১ মে পাবনার ঈশ্বরদীর ইলশামারি গ্রামে চোর সন্দেহে রাব্বি হোসেন চঞ্চল (২২) নামে এক যুবককে এলাকাবাসী গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[৯৮]

৬০. **২০২২ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ০৯ জন নিহত হয়েছেন।**

---

৯৪ যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/545039/
৯৫ মানবজমিন, ৬ জুন ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=6308
৯৬ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/539685/
৯৭ নয়াদিগন্ত, ৮ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/548458/
৯৮ মানবজমিন, ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=4125

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৬১. সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। এই পরিস্থিতিতে জনগণ সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিই আস্থা হারিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন ও ইভিএম পদ্ধতি

৬২. জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে[৯৯] (আইসিসিপিআর) বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। এটি আইসিসিপিআর এর লঙ্ঘন। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা রয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার দায়িত্ব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু নির্বাচন কমিশনগুলো নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের পক্ষে ব্যাপক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করার মধ্যে দিয়ে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিতর্কিত নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান বর্তমান সরকারের একজন সুবিধাভোগী সাবেক আমলা কাজী হাবিবুল আউয়াল।[১০০] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০১৪ সাল[১০১] ও ২০১৮[১০২] সালের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে।[১০৩] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৩ সালে। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে

---

৯৯ এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা রয়েছে।

১০০ কাজী হাবিবুল আউয়াল ২০০৯ সালে আইন মন্ত্রনালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োজিত হবার সময় নীতিমালা না মানায় ২০১০ সালে আদালত তাঁর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে। কিন্তু সরকার তাঁকে ২০১৪ সালে প্রতিরক্ষা সচিব এবং পরবর্তীতে সিনিয়র সচিব পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতি দেয়। চাকুরি জীবন শেষ হলেও সরকার তাঁকে দুই বছর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে চাকুরিতে বহাল রাখে। মানবজমিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=317328&cat=1/

১০১ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

১০২ এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন। নয়াদিগন্ত, প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮;http://www.dailynayadiganta.com/more-news/376801;http://www.dailynayadiganta.com/last-page/376825/; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2018-12-31; একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, টিআইবির প্রাথমিক প্রতিবেদন, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2019/report/EPT/EPT_First_Report_2018.pdf

১০৩ প্রথম আলো, ৯ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/ইভিএমকে-অগ্রাধিকারে-রেখেই-ভোটের-কৌশল

অনুষ্ঠিত নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে দেশের প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছে।

৬৩. ক্ষমতাসীনদল দুটি নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রয়োগ করে কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নতুন কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই কৌশল হলো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ।[১০৪] ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইভিএমে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষনা দিয়েছে।[১০৫] অভিযোগ রয়েছে যে, ইভিএম নিয়ন্ত্রণ করে ফলাফল ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীর পক্ষে নিয়ে আসা যায়। ফলে ভোটাররা তাঁদের পছন্দের প্রতীকে ভোট দিলেও তা চলে যেতে পারে ক্ষমতাসীনদলের প্রতীকে। নির্বাচন হয়তো দেখা যাবে সুষ্ঠ হয়েছে কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে অবশ্যই যাবে। প্রযুক্তিগত উন্নতিতে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা পশ্চিমা দেশগুলোর অধিকাংশই কারচুপির ঝুঁকির কারণে ইভিএম এর ব্যবহার বাতিল করে দিয়েছে।[১০৬] ইভিএম সর্ম্পকে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড.বদিউল আলম মজুমদার বলেন, "আমাদের ইভিএম নিম্নমানের। এতে পেপার অডিট ট্রেইল নেই। এই মেশিনের মাধ্যমে ডিজিটাল জালিয়াতি করা যায়। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল (এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনিত মেয়র প্রার্থী জয়ী হন) তাই প্রমাণ করেছে।"[১০৭] কিন্তু এই ইভিএম পদ্ধতি নিয়ে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। গত ২১ মে মাদারীপুর ভোটার হালনাগাদকরণ-বিষয়ক এক সভায় নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিছুর রহমান বলেন, "আমাদের ইভিএম মেশিনের মতো সেরা মেশিন পৃথিবীর কোথাও নেই।"[১০৮]

নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন

৬৪. গত ১৫ জুন নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচ পৌরসভা, চার উপজেলা ও ১৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ অন্যান্য দল বর্জন করলেও নির্বাচনের সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় কারচুপি ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে এবং নির্বাচনী ফল পাল্টে দেয়ার[১০৯] অভিযোগ পাওয়া যায়। নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ইভিএম এবং ব্যালট এই দুই মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয়। ইভিএমে ভোটগ্রহণে নানা ধরনের সমস্যার কারণে ভোটাররা ব্যাপকভাবে হয়রানির শিকার হন। নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের নেতারা সভা-সমাবেশে ভোট কেন্দ্রদখল, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়ম করার বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেন[১১০] এবং স্বতন্ত্র ও বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচনী সভাগুলোতে হামলা চালান।[১১১] কুমিল্লার সিটি কর্পোরেশন

---

১০৪ প্রথম আলো, ৯ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/ইভিএমকে-অগ্রাধিকারে-রেখেই-ভোটের-কৌশল

১০৫ যুগান্তর, ৯ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/548825/

১০৬ প্রথম আলো, ২ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/opinion/column/ইভিএম-স্মৃতিভ্রম-রোগ-ও-ডাকাত-প্রসঙ্গ

১০৭ যুগান্তর ১০ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/549228/

১০৮ প্রথম আলো, ২ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/opinion/column/ইভিএম-স্মৃতিভ্রম-রোগ-ও-ডাকাত-প্রসঙ্গ

১০৯ প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/কেন্দ্রে-ঘোষিত-ফলাফল-পাল্টে-গেল-রাতে-নির্বাচন-কার্যালয়-ঘেরাও

১১০ প্রথম আলো, ১ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/আমার-তো-সরকারি-গুন্ডা-আছে-নৌকার-চেয়ারম্যান-প্রার্থী

১১১ যুগান্তর, ৯ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/560207/

নির্বাচনে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন এলাকায় উপস্থিত থেকে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন বাহাউদ্দিনকে এলাকা থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিলেও তিনি এলাকায় অবস্থান করেন। এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন আর কোন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়।[১১২] এরপর নির্বাচনের পরে এই ইস্যুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং সংসদ সদস্য বাহাউদ্দিনের নির্বাচনকালীন সময়ে কুমিল্লা ছাড়ার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন যে উদ্যোগ নিয়েছিলো তা অস্বীকার করেন।[১১৩]

৬৫. কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএমে ভোটগ্রহণ হওয়ার ফলে ভোটাররা ভোগান্তির শিকার হন। অনেক ভোটার ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে ভোট না দিয়ে চলে যান। তাঁদের মধ্যে নারী ও বয়স্ক ভোটাররাই ছিলেন বেশী। এছাড়া ইভিএম এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীর পক্ষে অনিয়ম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের এম আই হাইস্কুল কেন্দ্রে ভোটাররা অভিযোগ করেন ভোট দিতে যেয়ে তাঁরা ইভিএম-এ শুধুমাত্র নৌকা প্রতীক প্রর্দশিত হতে দেখতে পান। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুক ঘটনা তদন্তের জন্য কেন্দ্রে গেলে তাঁকে বুথে ঢুকতে বাধা দেন প্রিজাইডিং অফিসার নাজমুল আমিন। এই সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে দ্রুত কেন্দ্র থেকে চলে যেতে বলা হয়।[১১৪] নির্বাচনে ফলাফল ঘোষণার সময় ১০১টি কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আরফানুল হকের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। এই সময় আরফানুল হকের সমর্থকরা মনিরুল হক সাক্কু ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা চালালে ভোটের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করা হয়। সাক্কুর প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট বলেন, ১০১টি কেন্দ্রে মনিরুল হক সাক্কু এগিয়ে ছিলেন। এরপর ফোন পেয়ে রিটার্নিং অফিসার তাঁর আসন ছেড়ে পেছনে চলে যান। ৪৫ মিনিট পরে এসে রিটার্নিং অফিসার আরফানুল হককে বিজয়ী ঘোষণা করেন।[১১৫]

৬৬. কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছাড়াও এই দিন দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচ পৌরসভা, চার উপজেলা ও ১৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। নোয়াখালীর সেনবাগের ৫ নম্বর অর্জুনতলা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দক্ষিণ গোরকাটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে রাত ৯টার পরও নজিরবিহীনভাবে নারী ভোটারদের ভোট গ্রহণ চলে।[১১৬] নোয়াখালী জেলার হরণী ইউপিতে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী মুশফিকুর রহমান এবং চানন্দী ইউপিতে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলাম ভোট বর্জন করেন। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের এজেন্টদের আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা মারধর করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। এছাড়া সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকে আওয়ামলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্টরা গোপন কক্ষে প্রবেশ করে ইভিএমে নৌকা প্রতীকে সুইচ টিপে ভোট দেয়। এই সময় পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত

---

১১২ প্রথম আলো, ১৪ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/politics/প্রথম-পরীক্ষাতেই-ইসির-ভূমিকা-প্রশ্নবিদ্ধ

১১৩ তখন চিঠিতে ইসি যা বলেছিল, এখন বলছে ঠিক তার উল্টো, প্রথম আলো, ২১ জুন ২০২২;

১১৪ ডেইলী স্টার, ১৫ জুন ২০২২; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/elections/news/evm-displays-only-boat-some-cumilla-city-voters-allege-3047941

১১৫ মানবজমিন, ১৬ জুন ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=7839

১১৬ প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/নোয়াখালীতে-ইভিএমে-ধীরগতি-রাত-৯টা-পর্যন্ত-ভোটের-লাইনে-নারীরা

থাকলেও তারা এই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।[১১৭] চট্টগ্রাম জেলার সরল ইউনিয়ন ও বাহারছড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন কেন্দ্রে দুপুরের পর থেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয় এবং গোপন কক্ষে তাদের উপস্থিতিতে ভোটাররা নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য হয়। ভোটকেন্দ্রের ভেতরে এইসব অনিয়মের ঘটনা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সামনে ঘটলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি।[১১৮] পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপলী ইউপি নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার কারচুপির মাধ্যমে ভোটের ফলাফল বদল করে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আনছার উদ্দিন মোল্লাকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করে বলে সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী মোহাম্মদ শফিকুল আলম, ইসলামী আন্দোলনের চেয়ারম্যান প্রার্থী মোসলেম মুসুল্লী মুসা এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য প্রার্থী মাসুমা আকতার নাসরীন।[১১৯]

কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দৈয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মহিলা কেন্দ্রে গোপন কক্ষে পোলিং কর্মকর্তা উঁকি মারছেন। ছবি: প্রথম আলো ১৫ জুন ২০২২

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার আওলাই ইউপি নির্বাচনে শান্তা গুড়নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের তিন নম্বর বুথের গোপন কক্ষে একসঙ্গে ভোট দিচ্ছেন দুজন। ছবি: প্রথম আলো ১৫ জুন ২০২২

১১৭ প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/হাতিয়ায়-ইউপি-নির্বাচনে-অনিয়মের-অভিযোগে-দুই-স্বতন্ত্র-প্রার্থীর-ভোট-বর্জন

১১৮ প্রথম আলো, ১৫ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ইভিএমে-ধীরগতি-গোপন-কক্ষে-সাহায্যকারী-পোলিং-কর্মকর্তা

১১৯ যুগান্তর, ১৯ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/563877/

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৬৭. ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী[১২০] ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি[১২১], লুটপাট[১২২], টেন্ডারবাজি ও নিয়োগ বাণিজ্য[১২৩], চাঁদাবাজির[১২৪] মাধ্যমে অঢেল সম্পদ ও টাকার মালিক[১২৫] হবার অভিযোগ রয়েছে। এই কারণে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দুর্নীতির কারণে দেশের সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিপজ্জনক আয় বৈষম্য তৈরি হয়েছে।[১২৬] কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারের নেয়া টিকা কার্যক্রমে ব্যয়ের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচের কথা বলা হলেও টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য ও টিকা ব্যবস্থপনার জন্য প্রাক্কলিত মোট ব্যয় হয় ১২ হাজার ৯৯৩ কোটি থেকে ১৬ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। ফলে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার গরমিল রয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।[১২৭] অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০২১ সালে শুধুমাত্র সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক বা সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমা হওয়া অর্থের পরিমান ছিল ৮ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা, যা দুই দশকের মধ্যে বিদেশী ব্যাংকে বাংলাদেশীদের সর্বোচ্চ অর্থ জমার পরিমান।[১২৮] সরকার ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেটে বিদেশে পাচার করা টাকা ও সম্পদ ঘোষনা বা ফিরিয়ে আনতে এক বছরের জন্য বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করেছে।[১২৯] এই সুবিধা দেয়ার মধ্যে দিয়ে দুর্নীতি এবং বিদেশে টাকা পাচারকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৬৮. দুর্নীতির এই ভয়াবহ অবস্থায় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান[১৩০] হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাজ করার কথা থাকলেও দুদক বর্তমান সরকারের একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোক দেখানো অনুসন্ধান করলেও এইসব তদন্তের বেশীর ভাগ ফলাফল পরবর্তীতে আর আলোর মুখ দেখেনি।[১৩১] দুদকে ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়ার পরও ছাড় পাচ্ছেন প্রভাবশালীরা। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব অভিযোগ আমলেই নিচ্ছে না যাচাই-বাছাই কমিটি। অনেক ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা মিললেও মামলার সুপারিশ কার্যকর হচ্ছে না। এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তারা প্রেষণে দুদকে যোগ দিচ্ছেন।[১৩২]

---

১২০ মানবজমিন, ১১ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=323498
১২১ মানবজমিন ১১ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/city/655106/, নয়াদিগন্ত ৫ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=2413
১২২ যুগান্তর, ৬ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/520658/
১২৩ যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/545049/
১২৪ যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০২২, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/546071/
১২৫ যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/526898/
১২৬ বিডি প্রতিদিন, ২৩ মে ২৯২২; https://mzamin.com/news.php?news=4026
১২৭ মানবজমিন, ১২ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=323679
১২৮ প্রথম আলো, ১৭ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/business/bank/এক-বছরে-সুইস-ব্যাংকে-বাংলাদেশিদের-অর্থ-জমা-বেড়েছে-৫৫
১২৯ প্রথম আলো ১১ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/business/economics/পাচার-হয়েছে-তাই-ফেরতের-চেষ্টা
১৩০ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।
১৩১ যুগান্তর, ২১ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/553129/
১৩২ যুগান্তর ১১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/540123/

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৬৯. বর্তমান সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশ এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করছে। এই তিন মাসে স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, আটক করে নির্যাতন এবং গ্রেফতার করা হয়েছে। বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রোধ করায় সব শ্রেণী পেশার মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সরকার যেসব আক্রমনাত্মক অথবা মানহানিকর বক্তব্য বা মন্তব্য সরকার অথবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যায় বলে ধরে নেয় সেগুলো অনলাইন, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক নজরদারি করে।

৭০. গত ৭ জুন ঢাকার জুরাইনে পুলিশ পোস্ট বক্সে বিক্ষুদ্ধ জনতা ভাঙচুর চালায়।[১৩৩] এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ৪৫০ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করে। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জুরাইনের মিজানুর রহমান মিডিয়ায় কথা বলেন এবং ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেন, "দুটি ঘটনা ঘটবে বলা যায়। এক. মামলা বাণিজ্য। দুই. মামলার ভয় দেখিয়ে ঘুষ বাণিজ্য।" মিডিয়ায় কথা বলা এবং ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার কারণে গত ৯ জুন শ্যামপুর থানা পুলিশ মিজানুর রহমানকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তুলে নেয়ার পর পুলিশ মিজানুর রহমানের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তিনি গুম হয়ে গেছেন কিনা এই জন্য উৎকণ্ঠিত হন। থানা হেফাজতে পুলিশ তাঁর ওপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চালায়। এই সময় পুলিশ মিজানুর রহমান বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে তুলে আনার হুমকি দেয়। এরপর পুলিশ তাঁর চোখ বেধে হাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে মিন্টু রোডে ডিবি অফিসে পাঠিয়ে দেয়। ডিবি অফিসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং একপর্যায়ে রাষ্ট্র এবং আইন বিরোধী কাজ করবে না এই মর্মে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে তাঁর পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়।[১৩৪]

উপাত্ত সুরক্ষা (খসড়া) আইন, ২০২২

৭১. ব্যক্তিগত তথ্য সম্মতি ব্যতিরেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সীমিত করার কথা বলে তথ্যের সুরক্ষার জন্য 'উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২২ এর খসড়া তৈরী করেছে সরকার। কিন্তু এই খসড়া আইনের বিধানগুলোর অস্পষ্টতা, যথাযথ সজ্ঞায়নের অভাবসহ 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির' নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে আইনটি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর মতো নিবর্তনমূলক আইন হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আইনটি যদি প্রণয়ন করা হয় তাহলে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার নামে এই তথ্যের ওপর প্রশাসনিক এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি তৈরি করবে। আইনটিতে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। আইনে 'উপাত্ত সুরক্ষা কার্যলয়' স্থাপন ও প্রধান হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালককে সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

১৩৩ গত ৭ জুন এক নারী ও তাঁর স্বামী মোটরসাইকেলযোগে রাস্তার উল্টো পথে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশ সার্জেন্টের সঙ্গে তাদের তর্কতর্কির জের ধরে সাধারণ জনতা জুরাইন পুলিশ বক্সে হামলা করে ভাঙ্গচুর চালায়। যুগান্তর ৭ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/capital/559636/

১৩৪ মানবজমিন, ১৯ জুন ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=8289

এই আইন আইসিসিপিআর এবং বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত গোপনীয়তার অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।[১৩৫]

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮

৭২. যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং সাজা দেয়া অব্যাহত আছে। সাংবাদিকদের ওপর এই আইন প্রয়োগ করার ফলে সাংবাদিকরা ভীতির মধ্যে কাজ করছেন। এই আইনে দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত সাংবাদিকরা কারাগারে আটক থাকছেন এবং মাসের পর মাস আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন। অনেকের বিরুদ্ধে আদালত অভিযোগ গঠন করেছে। মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় তাঁরা অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।[১৩৬] ৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে সম্পাদক পরিষদ এক বিবৃতিতে বলে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।[১৩৭] এছাড়া সাংবাদিকদের ৭৯ শতাংশ মনে করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পথে বাধা।[১৩৮]

৭৩. খুলনার মেয়র ও খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি তালকুদার আব্দুল খালেকের দায়েরকৃত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় খুলনার এনটিভির প্রতিনিধি আবু তৈয়ব মুন্সি ও রামপালের লোকসমাজ পত্রিকার প্রতিনিধি এএস সবুর রানার বিরুদ্ধে গত ৮ জুন অভিযোগ গঠন করেন খুলনার সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক কনিকা বিশ্বাস।[১৩৯]

৭৪. ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে 'কটুক্তি' করার অভিযোগে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার যুবদল নেতা এমদাদুর রহমানকে পুলিশ গত ৫ জুন গ্রেফতার করে। এমদাদুর রহমানের বিরুদ্ধে তেলিখাল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি আহমেদ রেজা গত ৩১ মে কোম্পানীগঞ্জ থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন।[১৪০]

৭৫. সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্ম্পকে আপত্তিকর মন্তব্য করায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী শামসুল আলমকে গত ৬ জুন ঢাকার সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেন সাত বছরের কারাদণ্ড দেন।[১৪১]

---

১৩৫ নয়াদিগন্ত, ১০ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/662186/

১৩৬ যুগান্তর, ১৪ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/551014

১৩৭ মানবজমিন, ৩ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইন-গণমাধ্যমের-স্বাধীনভাবে-কাজের-ক্ষেত্রে-অন্তরায়-সম্পাদক-পরিষদ

১৩৮ মানবজমিন , ১১ মে ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=2435

১৩৯ যুগান্তর, ৯ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/560221/

১৪০ প্রথম আলো, ৫ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/প্রধানমন্ত্রীকে-কটূক্তি-ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইনের-মামলায়-যুবদল-নেতা-গ্রেপ্তার

১৪১ প্রথম আলো ৬ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/বঙ্গবন্ধু-ও-প্রধানমন্ত্রীকে-নিয়ে-আপত্তিকর-মন্তব্য-জাবি-ছাত্রের-সাত-বছরের-কারাদণ্ড

৭৬.রাঙ্গামাটি সংরক্ষিত আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগমের মেয়ে নাজনীন আনোয়ারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জেরে দৈনিক কালের কণ্ঠ ও এনটিভির রাঙ্গামাটি জেলা প্রতিনিধি ফজলে এলাহীকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পুলিশ গত ৭ জুন গ্রেফতার করে।[১৪২]

৭৭.**২০২২ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ১৯ জন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি, তাঁদের পরিবারের সদস্য, সরকার বিরোধী সমালোচনামূলক পোস্ট/শেয়ার/ কমেন্ট করার কারণে এবং ০৪ জন ধর্ম এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদের কটুক্তি করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়েছে।**

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৭৮.আইনী খড়্গ ও ডিজিটাল নজরদারির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে সাংবাদিকরা ভয় ও বিপদের মধ্যে কাজ করছেন। জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত সাংবাদিকদের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি করা হচ্ছে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ করছে বলে মনে করেন সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিক নেতারা।[১৪৩] এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেছে। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার কারণে সাংবাদিকরা সরকার সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন[১৪৪] এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দ্বারা মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার হুমকি পেয়েছেন।[১৪৫] বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) এর একটি প্রতিবেদনে। ২০২২ সালে বিশ্ব গণমাধ্যম দিবসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আরএসএফ জানিয়েছে, বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় ১০ ধাপ পিছিয়েছে। সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম স্কোর ৩৬.৬৩।[১৪৬]

৭৯.সংবাদ মাধ্যমের এরকম পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের আরো কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকার প্রেস কাউন্সিল আইনকে সংশোধন করছে। গত ২০ জুন মন্ত্রীসভা ‘প্রেস কাউন্সিল সংশোধন আইন-২০২২’এর খসড়ার ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন দেয়। আগে প্রেস কাউন্সিল আইনে অপরাধের জন্য প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের তিরস্কার করতে পারতো । কিন্তু নতুন সংশোধনীর ফলে অর্থদণ্ডের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।[১৪৭]

৮০.গত ২৩ মে সিলেটে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার সময় ইলেকট্রনিকস মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর সিলেট শাখার সভাপতি মঈন উদ্দিন মঞ্জুর ওপর একদল যুবক হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে।[১৪৮]

---

১৪২ প্রথম আলো, ৭ জুন ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/রাঙামাটিতে-ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইনের-মামলায়-সাংবাদিক-গ্রেপ্তার

১৪৩ এখন চাইলেই সব বিষয় নিয়ে লেখা যায় না, প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২২;

১৪৪ প্রথম আলো, ১৪ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ছাত্রলীগ-নেতাকে-নিয়ে-ইতিবাচক-সংবাদ-না-করায়-চাবিতে-সাংবাদিককে-মারধরের-অভিযোগ

১৪৫ মানবজমিন, ৪ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=322506

১৪৬ প্রথম আলো, ৪ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/সংবাদমাধ্যমের-স্বাধীনতা-সূচকে-১০-ধাপ-পেছাল-বাংলাদেশ

১৪৭ প্রথম আলো, ২১ জুন ২০২১২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/অর্থদণ্ডের-বিধান-রেখে-প্রেস-কাউন্সিল-আইনের-খসড়া-নিয়ে-বিএফইউজের-উদ্বেগ

১৪৮ ২৩ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/554196/

৮১. *অধিকার এর* **সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ০২ জন সাংবাদিক নিহত, ৩০ জন আহত, ০৬ জন লাঞ্ছিত, ০৫ জন আক্রমনের শিকার, ০২ জন গ্রেপ্তার এবং ০৭ জন হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন।**

ভাষাগত সংখ্যালঘু উর্দুভাষীদের ওপর নিপীড়ন

৮২. গত ১০ জুন আদমজী জামে মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবার সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়ে ভারতে কটুক্তি করার ব্যাপারে মসজিদের ইমাম মুসল্লিদের প্রতিবাদ করার আহবান জানালে সেখানে উপস্থিত সিদ্দিরগঞ্জ থানার এসআই আজিজুল হক বিষয়টি ধর্ম মন্ত্রণালয় দেখবে বলে জানান এবং কোন ধরনের বিশৃংঙ্খলা না করার জন্য বলেন। এই কথা বলার কারণে মসজিদের ভেতরে এসআই আজিজুলের ওপর হামলা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে ৫০ জনের নাম উল্লেখ করে ১২৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সিদ্দিরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। এরপর পুলিশ গত ১২ জুন মধ্যরাত থেকে ১৩ জুন ভোর পর্যন্ত সংখ্যালঘু উর্দুভাষীদের ‘বিহারী ক্যাম্প’এ অভিযান চালিয়ে ৩২ জন উর্দুভাষীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৩ জুন সকাল থেকে গ্রেফতারকৃতদের আত্মীয়-স্বজনরা থানার সামনে অবস্থান করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ ও র‌্যাব সদস্যরা তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ও শটগান থেকে ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় ১৫ জন প্রতিবাদকারী আহত হন।[১৪৯]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৮৩. এপ্রিল-জুন সময়ে নারী ও মেয়ে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধেও নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

ধর্ষণ

৮৪. এই সময়ে শিশু, কিশোরী, প্রতিবন্ধি নারী, নববধু ও অন্ত:সত্ত্বা নারী ধর্ষণ এবং দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষণের শিকার অনেক নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে[১৫০] এবং ধর্ষণের শিকার হয়ে নারী আত্মহত্যা করেছেন।[১৫১] এই তিন মাসে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং জনগণ ধর্ষককে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার আগেই ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা ধর্ষককে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।[১৫২] এই সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণের অভিযোগ এসেছে। নিম্ন আদালতে বিচার না পেয়ে ধর্ষণের শিকার ১৫ বছরের এক কিশোরী নীলফামারী থেকে এসে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরউদ্দিনের সম্বয়ে গঠিত বেঞ্চের সামনে গিয়ে উপস্থিত হন এবং বিচার প্রার্থনা করে। ঐ কিশোরী আদালতকে জানান, বর্ডার গার্ড

১৪৯ যুগান্তর, ১৪ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/562015/
১৫০ যুগান্তর, ৭ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/559401/
১৫১ যুগান্তর, ২ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/557537/
১৫২ যুগান্তর, ২১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/543905/

বাংলাদেশ (বিজিবি) এর এক সদস্য তাঁকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু নিম্ন আদালত ধর্ষণকারীকে খালাস দেয়। আদালত এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দেন।[১৫৩]

৮৫. গত ১৫ মে খুলনার বিএল কলেজের এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করে পিবিআই এর ইন্সপেক্টর মঞ্জুরুল আহসান মাসুদ।[১৫৪]

৮৬. গত ২২ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলে অনুর্ধ্ব-১৭ এক নারী ফুটবলারকে ধর্ষণ করে উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা ওয়াহিদুল আলম ফকির ফয়সাল ও তার দুই সহযোগী। এই ঘটনায় গত ২৩ এপ্রিল ভুক্তভোগী ওয়াহিদুল আলম ফকির ফয়সাল ও তার দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে নান্দাইল থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ ২৫ এপ্রিল ধর্ষণ চেষ্টা হিসেবে মামলাটি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে চাপের মুখে পুলিশ ধর্ষণের মামলা নিতে বাধ্য হয়। পুলিশ ওয়াহিদুল আলম ফকির ফয়সালকে গ্রেপ্তার করেছে।[১৫৫]

উত্যক্তকরণ/যৌন হয়রানি

৮৭. বখাটে কর্তৃক নারীদের উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মূলত স্কুল ও শিক্ষকদের কাছে পড়তে যাওয়ার বা আসার পথে এবং কোন কারণে ঘরের বাইরে বের হলে মেয়েরা উত্যক্তের শিকার হন। এছাড়া উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া নারী শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী নারীরাও প্রতিনিয়ত গণপরিবহন ও পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানির শিকার হন। দুর্বৃত্তরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে, বিনোদন কেন্দ্রে, পাবলিক প্লেসে ও মার্কেট-সংলগ্ন এলাকায় দলগতভাবে বিভিন্ন বয়সী নারী-তরুণী-কিশোরীদের যৌন হয়রানি করছে।

৮৮. গত ৬ এপ্রিল কিশোরগঞ্জে এক ছাত্রী প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দিলে তাঁকে স্কুল থেকে বের করে এনে মারধর করে দুর্বৃত্তরা।[১৫৬] এছাড়া চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে[১৫৭], স্কুল[১৫৮], কলেজ[১৫৯] ও বিশ্ববিদ্যালয়ে[১৬০] শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে, পুলিশ কর্তৃক পথচারীকে[১৬১] এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক তার নারী সহকর্মীকে[১৬২] যৌন হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বখাটেদের কুপ্রস্তাব প্রত্যাখান করার জেরে ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয়েছেন এক নারী[১৬৩] এবং যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করলে ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটছে।[১৬৪] যৌন হয়রানির কারণে অনেকে আত্মহত্যা করেছেন।[১৬৫]

---

১৫৩ ডেইলি স্টার, ১৬ জুন ২০২২; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/i-now-ask-you-justice-3048436

১৫৪ যুগান্তর, ১৬ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/551434/

১৫৫ মানবজমিন ২৮ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/news.php?news=959, অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ময়মনসিংহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

১৫৬ নয়াদিগন্ত, ৬ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/655472/

১৫৭ যুগান্তর, ১৩ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/541134

১৫৮ নয়াদিগন্ত, ১০ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/656253/

১৫৯ যুগান্তর, ১১ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/540243

১৬০ যুগান্তর, ১৪ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/national/541471

১৬১ মানবজমিন ১৯ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=324690&cat=1

১৬২ মানবজমিন, ১০ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=323347&cat=2

১৬৩ মানবজমিন, ২৬ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=325499

১৬৪ যুগান্তর, ৬ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/capital/548035/

১৬৫ যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/539845/

যৌতুক সহিংসতা

৮৯. এই সময়ে যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের ওপর অনেক অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। হত্যা ও সহিংসতার শিকার অনেক নারীই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।[১৬৬]

৯০. গত ৪ এপ্রিল মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় যৌতুকের কারণে সহিংসতা সইতে না পেরে মরিয়ম আক্তার নামে এক গৃহবধু নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।[১৬৭]

৯১. গত ১২ জুন কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় যৌতুক না দেয়ায় মনি আক্তার নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী শাহ পরান ও তার পরিবারের সদস্যরা হত্যা করে।[১৬৮]

এসিড সহিংসতা

৯২. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ ও এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে এসিড সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। মামলাগুলো বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকায় ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৯৩. স্বামী কর্তৃক এসিড ও আগুনে ঝলসে যাওয়া গৃহবধূ রোজিনা বেগম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৩ এপ্রিল মারা গেছেন। নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলায় নেশার টাকা না পেয়ে রোজিনার ওপর তাঁর স্বামী জহিরুল ইসলাম গত ২৭ মার্চ এসিড নিক্ষেপ করে।[১৬৯]

৯৪. গত ৯ জুন রাতে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজারে শরুফা বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূ টিউবওয়েল থেকে পানি আনতে গেলে অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর এসিড নিক্ষেপ করে।[১৭০]

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৯৫. এই তিনমাসেও সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। এই সময়ে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে নিজ জমিতে কাজ করার সময়ে কৃষককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের মধ্যেকার রাস্তা-ঘাট নির্মাণে বিএসএফ বাধা দিচ্ছে।[১৭১] বিএসএফ'র পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকরাও বাংলাদেশী নাগরিকদের সীমান্তে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৭২]

৯৬. গত ১২ এপ্রিল নওগাঁ জেলার পোরশা সীমান্তে মামুন (৩৬) নামে এক বাংলাদেশী কৃষক নিজ জমিতে কিটনাশক প্রয়োগ করছিলেন। এই সময় বিএসএফ'র ১৫৯ কেদারাপাড়া ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁকে ধরে

---

১৬৬ যুগান্তর, ১৭ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/country-news/542064/

১৬৭ প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/মুন্সিগঞ্জে-যৌতুকের-জন্য-নির্যাতনের-অভিযোগ-গায়ে-আগুন-দিয়ে-গৃহবধূর-মৃত্যু

১৬৮ যুগান্তর, ১৪ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/562113/

১৬৯ মানবজমিন ৪ এপ্রিল ২০২২; https://mzamin.com/article.php?mzamin=322448

১৭০ যুগান্তর ১১ জুন ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/560961/

১৭১ প্রথম আলো, ১৫ এপ্রিল ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ফুলবাড়ী-সীমান্তে-বিএসএফের-আপত্তিতে-সড়ক-নির্মাণকাজ-বন্ধ

১৭২ প্রথম আলো, ২৮ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ভারতীয়-সীমান্তে-পড়ে-ছিল-বাংলাদেশি-যুবকের-লাশ

নিয়ে যায়।[১৭৩] গত ২৮ এপ্রিল মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী সীমান্তে নজরুল আহমদ ওরফে সেফুর মিয়াকে গুলি করার পর তাঁকে আহত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা।[১৭৪]

৯৭. **এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে ০২ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ কর্তৃক আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ০১ জন বিএসএফের গুলিতে আহত এবং ০১ জন বিএসএফ এর ছোঁড়া স্টান গ্রেনেডে আহত হয়েছেন।**

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৯৮. কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বসবাসরত শরণার্থীদের বৈধ জীবিকার সুযোগ না থাকায় কর্মক্ষম পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষের অধিকাংশই ত্রাণনির্ভর অলস জীবনযাপন করছেন এবং তাঁদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রতিদিনই রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ক্যাম্প থেকে পালিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পথে বিদেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।[১৭৫] আশ্রয়কেন্দ্র থেকে গোপনে চলে যাওয়ার সময় রোহিঙ্গা নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। গত ১৩ এপ্রিল নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরেরর ভাসানচরের আশ্রয়ণ কেন্দ্র থেকে গোপনে চলে যাওয়ার সময় এক রোহিঙ্গা তরুণীকে কামাল ও মনির নামে স্থানীয় দুই যুবক ধর্ষণ করে।[১৭৬] গত ৪ এপ্রিল উখিয়া ক্যাম্প থেকে গোপনে চলে যাবার সময় ১৩৬ জন এবং গত ৫ এপ্রিল টেকনাফ থেকে ৫০ জন এবং উখিয়া থেকে ৮০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে পুলিশ আটক করে।[১৭৭] রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপর পুলিশের নির্যাতনসহ নানা ধরনের নিপীড়নের অভিযোগ করেছে মানবাধিকার সংগঠন ফর্টিফাই রাইটস। গত মে মাসে ঈদুল ফিতরের ছুটির সময় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তাঁদের ক্যাম্পে চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করায় নিন্দা জানায় ফর্টিফাই রাইটস । এপ্রিল-মে মাসে শিশুসহ রোহিঙ্গা শরণার্থীরা পুলিশের নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলেও জানায় ফর্টিফাই রাইটস। [১৭৮]

৯৯. এরইমধ্যে ভারত থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশে চলে আসার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। ২০১২ সালে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশ থেকে পরবর্তীতে ভারতে পাড়ি জমান। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকার রোহিঙ্গাদের আটক করে নির্যাতন করে জেলে পাঠানোর ফলে তাঁরা পুনরায় বাংলাদেশে আসা শুরু করেছেন।[১৭৯] গত ৪ মে কক্সবাজার সৈকতসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪৫৩ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে পুলিশ আটক করে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শরণার্থী ভারত থেকে পালিয়ে আসা বলে জানা গেছে।[১৮০]

---

১৭৩ নয়াদিগন্ত ১২ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/rajshahi/656749/

১৭৪ যুগান্তর ৩০ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/546780/

১৭৫ যুগান্তর ২০ মে ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/552863/

১৭৬ নয়াদিগন্ত, ১৪ এপ্রিল ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/657222/

১৭৭ যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০২২; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/539787/

১৭৮ Bangladesh : Investigate Refugee-beatings by Police,lift Restrictions on Movement; https://www.fortifyrights.org/bgd-inv-2022-05-26/

১৭৯ নয়াদিগন্ত, ১৯ মে ২০২২; https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/664356/

১৮০ প্রথম আলো, ১১ মে ২০২২; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ভারত-থেকে-পালিয়ে-আসছে-রোহিঙ্গারা-কক্সবাজারে-ক্যাম্পে-ঠাঁই-৮০০-জনের

কক্সবাজার সৈকতসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পুলিশ ৪৫৩ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারত থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা বলে জানা গেছে। ছবি: প্রথম আলো, ১১ মে ২০২২

সুপারিশসমূহঃ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে উদ্যোগ নিতে হবে। কারচুপি রোধে নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

২. জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং দি অফিস অব দি হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (ওএইচসিএইচআর) কে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর একটি নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণ করতে হবে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণগুলো সংগ্রহ করা যায়।

৩. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। সভা-সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের সময় গ্রেফতারকৃত প্রতিবাদকারীসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৪. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার আওতায় আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপশোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৭. গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদনসহ গুমের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ আইন তৈরী করতে হবে।

৮. কারা কর্মকর্তাদের অনিয়ম-অবহেলা-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কারাবন্দিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যারা এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার ওপর সরকার কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১০. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারা যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের BNWLA and others vs Bangladesh এ দেয়া রায় অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

১২. সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা-নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারতকে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য এবং আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নিপীড়ন, গোয়েন্দা নজরদারী ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।